Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

আদি-মধ্যযুগের ভারতে নগরায়ণ সংক্রান্ত বিতর্কটি আলোচনা কর।

ভারতের ইতিহাসচর্চায় নগরের উদ্ভব ও অস্তিত্ব নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিকরা আদি-মধ্যযুগের পূর্বে প্রাচীন ভারতে দুটি সময়কে নগরায়ণের সময় বলে চিহ্নিত করেছেন। তারা মনে করেন,- হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে ভারতের প্রথম নগরায়ণের সূত্রপাত হয়। সময়ের নিরিখে আনুমানিক খ্রী:পূ: দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রী:পূ: তৃতীয় শতকে-এর সময়ে প্রথম নগরায়ণের সূত্রপাত হয়। সিন্ধু নদীর তীরের বিভিন্ন জায়গায় হরপ্পা নগরের বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে পড়ে। তাই Spate বলেন – 'One of the major structure lines of Indian history'. তবে এই নগরায়ণের ধারা সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় নগরায়ণের সূত্রপাত হয় প্রায় খ্রী:পূ: ষষ্ঠ শতকের সময়কালে। লৌহযুগের সঙ্গে এই নগরায়ণ সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই সময়ে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। উজ্জয়নী এবং নাগার্জুনকোন্ডা নগর অন্যতম উদাহরন। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয় বৈদেশিক বাণিজ্যেরও বিস্তার ঘটে বলে মনে করেন রামশরণ শর্মা ও বি.এন. এস.যাদব। এদের মতে তৃতীয় পর্যায়ে নগরায়ণের শুরু হয় সুলতানি আমলে। এই মতকে খন্ডন করে ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন – গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময়ে নগরগুলির সমৃদ্ধ হারালেও ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বানিজ্যকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে নগর সভ্যতা পুনরায় গড়ে ওঠে। এই পর্যায়কে ' তৃতীয় নগরায়ণ' বা 'Third Urbanization' বলে চিহ্নিত করেন। ঐতিহাসিক চম্পকলক্ষী দক্ষিণ ভারতের নগরায়ণ নিয়ে বিস্তর চর্চা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আদি মধ্যযুগের সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র নগর গড়ে ওঠার কথা। তবে এই মতের বিরোধীতা করেছেন আলিগড় ঘরানার ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব। তিনি বলেন, এই নগরায়ণ আদি-মধ্যযুগে নয় মুসলমানদের সময়কালে অর্থাৎ সুলতানি আমলে এই নগরায়ণের সূত্রপাত হয়। তিনি এই নগরায়ণকে 'দ্বিতীয় নগর বিপ্লব' বলে আখ্যা দেন। ইক্তা ব্যবস্থা ও কুটির শিল্পের প্রাচুর্যতার ফলে নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়। তবে ড.ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এই মত মানতে নারাজ। তিনি বলেন আদি-মধ্যযুগের সময়কালেই নগর গড়ে ওঠে। এই নগরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতি আবর্তিত হয়। এক একটা অঞ্চলের আর্থিক কাঠামোয় বদল আসে। তক্ষশিলা, কোশাম্বী, হাম্পি এবং চম্পারণ এর মত শহর এই সময়ে নতুনভাবে গড়ে ওঠে। গ্রাম, নগর, নিগম, পুরনগর বা মহানগর মত শব্দ বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক টি. ভেঙ্কেটশরাও ১০০০খ্রী:-১৩০০খ্রী: মধ্যকার সময়ে অন্ধ্র অঞ্চলে নগর গড়ে ওঠার পশ্চাতে মেলা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতিকে চিহ্নিত করেন। এই কেন্দ্রগুলির সমৃদ্ধি থেকেই নগরের উৎপত্তি হয়। মধ্যপ্রদেশ এর জব্বলপুর অঞ্চলে ৭টি নগরের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজস্থানের অরপুনা বা বনওয়ারা এই দুটি নগর ১০৮০খ্রী: গড়ে উঠেছিল। দশর শর্মা কর্ণাটক অঞ্চলে ৭৮টি নগরের সন্ধান দেন। উক্ত ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী সুলতানি আমলের পূর্ব্বেই ভারতে নগরায়ণের সূত্রপাত হয়। এই পর্যায়কে ঐতিহাসিকরা 'Third Urbanization' বলে চিহ্নিত করেছেন।